মেহেরপুর জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিনকে মাদ্রাসা থেকে সাময়িক বরখাস্ত

কারা অন্তরিন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খাঁনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা।

গত ১২ নভেম্বর মাদ্রাসার গভর্ণিং বডির সভায় তাকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ আল গালিব। মাওলানা তাজ উদ্দিন খান মুজিবনগরের মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী (শিক্ষক)। তিনি মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেন খাঁনের ছেলে।

মাওলানা তাজ উদ্দিনকে গত ১ নভেম্বর মুজিবনগর থানা পুলিশ গ্রেফতার করে। এর পর থেকে তিনি কারাগারে হাজত বাস করছেন। তার বিরুদ্ধে নাশকতা, বিষ্ফোরক দ্রব্যসহ বিভিন্ন আইনে মেহেরপুর সদর থানায় দুটি, গাংনী থানায় এবং মুজিবনগর থানায় ৬টিসহ ৯টি মামলা রয়েছে। সবগুলো মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

মাওলানা তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে ৯টি মামলার অধিকাংশ মামলা নাশকতা ও বিষ্ফোরক দ্রব্য আইনে। মাদ্রাসার গভর্ণিং বডির শিক্ষক প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম ও নজির আহমেদ জানান, সহকারী মৌলভী তাজ উদ্দিন খাঁনের নামে অনেকগুলো মামলা চলমান থাকায় তাকে মাসের অনেক দিন আদালতে হাজিরা দিতে হয়। একই সঙ্গে আদালতে হাজিরার দিনও তিনি মাদ্রাসাতেও হাজিরা দেন। এনিয়ে অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। অন্যান্য শিক্ষকরা প্রতিদিন যথানিয়মে মাদ্রাসা হাজিরা দিলেও মাওলানা তাজ উদ্দিন খান মামলার হাজিরা দেখিয়ে অনেক দিন মাদ্রাসাতে দুপুরে হাজিরা দেন।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবী, তিনি ছুটি নিয়ে আদালতে হাজিরা দেবেন। একই ব্যক্তি একই দিনে দু যায়গায় হাজিরা দিতে পারেন না।

মুজিবনগর থানা সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালে ১৩ ফেব্রয়ারি গাংনী থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি (যার নম্বর -১১/৩০), সদর থানায়

২০১২ সালের ১৩ নভেম্বর একটি (যার নম্বর-৫) এবং চলতি বছরের ৩০ জুলাই বিশেষ ক্ষমতা আইনে আরও একটি মামলা দায়ের হয় (যার নম্বর-৪৮)। এই মামলায় বর্তমানের তিনি হাজত বাস করছেন।

মুজিবনগর থানায় চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা (যার নম্বর -১১), ২০২১ সালের ১ এপ্রিল বিষ্ফোরক আইনে একটি মামলা যার নম্বর-১/৩৩, ২০১৮ সালের ২ নভেম্বর (যার মামলা নম্বর-১), ১৩ সেপ্টেম্বর (যার মামলা নম্বর-৫), ৭ ফেব্রুয়ারি যার মামলা নম্বর-২) এবং ২০০৭ সালের ১৩ এপ্রিল একটি মামলা হয় (যার মামলা নম্বর-৫)।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, সুনির্দিষ্ট মামলার আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বর্তমানে ৯টি মামলা চলমান রয়েছে। নাশকতা, বিষ্ফোরক দ্রব্যসহ মারামারির মামলাও রয়েছে।

মানিকনগর ডিএইচএস ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, গত ১২ নভেম্বর মাদ্রাসার গভর্ণিং বডির সভায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বরখাস্তের চিঠি পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

তিনি আরও বলেন, মানবিক কারণে তাকে আদালতে হাজিরার দিনগুলোতে একটু ছাড় দেওয়া হয়। আমি ২০১৮ সালে যোগদান করার পর এবার দিয়ে তাকে দুই বার সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

অ-মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর প্রক্রিয়া আমরা মানবো না-

ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক

‘আমরা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্ত করার প্রতিবাদ করছি না। প্রতিবাদ করছি যারা কোন কাগজ না থাকা সত্ত্বেও অনলাইনে (ক) তালিকাভুক্ত হয়েছেন তাদের ব্যাপারে। এভাবেই কিছুদিন আগে একজন অমুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর চেষ্টার প্রতিবাদ করতে যেয়ে ইউএনও অফিসে আমি হেনস্থার শিকার হয়েছি।‘

মেহেরপুরে ৪৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে কথাগুলি বলেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অবঃ ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক।

এ সময় তিনি আরো বলেন, ‘২০১৭ সালে মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের জেলা ও উপজেলা কমান্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এরপর থেকে জেলা প্রশাসক ভারপ্রাপ্ত জেলা কমান্ডার এবং ইউএনও ভারপ্রাপ্ত উপজেলা কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সেই থেকে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কোন মুক্তিযোদ্ধা সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। অমুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধা বানালে, আর তারা আমাদের সামনে এসে চেয়ারে বসলে সেটা আমরা মেনে নেব না। ব্যাপারটি নিয়ে আমি আগেও প্রতিবাদ করেছি, ভবিষ্যতেও এর প্রতিবাদ করব।‘

গতকাল মঙ্গলবার সকাল এগারটায় মেহেরপুর সদর উপজেলার সাধু বার্নবার চার্চে মিলনায়তনে কোরআন তেলয়াত, গীতা পাঠ ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহনে এই শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেকের (অবঃ) সভাপতিত্বে ও ইঞ্জিঃ মোঃ নুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় শান্তি সম্মেলনে বীর মুক্তিযোদ্ধারা বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে বীর মুক্তিযোদ্ধারা অভিযোগ করে বলেন আমরা দেশকে স্বাধীন করেছিলাম শুধু ভালোবেসে। পাকিস্তানের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলাম। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই দেশ স্বাধীন করেছিলাম, আজ সেখানে আমরাই পরাধীন। যারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি, তারাই আজ বড় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তারা ভাতা পায়। বড় বড় চেয়ার পায়। সরকারি দলের নেতাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে থাকে। তাদের মতের বিরুদ্ধে কথা বললে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে, শহীদ হয়েছে তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জামায়াত-শিবির

আক্ষায়িত করে কটাক্ষ ও অপমানিত করে।

মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সুলতান আহমেদ বলেন, আজ স্বাধীনতার ৫২ বছর পর যদি নতুন নতুন পদ্ধতিতে মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করা হয় তবে কিয়ামত পর্যন্ত একই পদ্ধতিতে মুক্তিযোদ্ধা তৈরি হতেই থাকবে।‘

মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান বলেন, ‘কোন নেতার ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যায়নি। শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য আমরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। ২০ হাজার টাকা ভাতা পেতে আমি মুক্তিযুদ্ধ করিনি। এই ভাতার জন্যই এখন মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৩-৪ টি দল হয়ে গেছে।‘

শান্তি সম্মেলনে আলোচনা সভার সঞ্চালক ইঞ্জিঃ মোঃ নুরুল ইসলাম বলেন, ‘বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনেক কিছুই করেছে, ভবিষ্যতে আরও করবে। বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে।আমরা কোন নেতার পক্ষ নেব না। যে নেতা নৌকা নিয়ে আসবে তার পক্ষেই থাকবো। কিন্তু আফসোস আজ পর্যন্ত মেহেরপুরের কোন এমপি বা মন্ত্রি আমাদের ডেকে, একসাথে বসে কখনো কথা বলেনি। এমনকি আমাদের সমস্যার কথা শোনার ইচ্ছাও পোষণ করেনি।‘

জেএমবি’র হামলায় নিহত ২ বিচারককে স্মরণ করলো মেহেরপুর বিচার বিভাগ

ঝালকাঠিতে ২০০৫ সালের ১৪ নভেম্বর জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) বোমা হামলায় নিহত সিনিয়র সহকারী জজ শহীদ সোহেল আহম্মেদ ও জগন্নাথ পাঁড়েকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলো মেহেরপুরের বিচার বিভাগ।

আজ মঙ্গলবার ১৪ নভেম্বর বিকাল সাড়ে ৩ টায় মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নবনির্মিত সম্মেলন কক্ষে বিচার বিভাগ মেহেরপুরে কর্মরত বিচারকবৃন্দ, মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং

আদালতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে নিহত ২ বিচারকের স্মরণে শোকসভা, নীরবতা পালন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এর আগে আদালত প্রাঙ্গণে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত নিহত দুই বিচারকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহিদুল্লাহ্ জানান, নিহত বিচারকদের স্মৃতি অম্লান রাখার জন্য ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত ভবন মিলনায়তনের নাম ‘জগন্নাথ-সোহেল স্মৃতি মিলনায়তন’ রাখা হয়েছে।

এসময় তিনি আরো বলেন, ‘মামলাটি বিচারকালে ৪৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং এজারভুক্ত সকল আসামীকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। বিচারক হত্যা মামলার মামলার পিপি মোঃ হায়দার হোসেনকেও পরবর্তীতে জেএমবি’র সদস্যরা হত্যা করে। যার প্রেক্ষিতে আরেকটি মামলা দায়ের হলে সেই মামলাতেও ৫ জন আসামীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়।’

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোঃ শহিদুল্লাহ্’র সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, যুগ্নু জেলা ও দায়রা জজ-১ম শাহিনুর রহমা, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২য় এইচ এম কবির হোসেন, সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম ও মোঃ নাহিদ হোসেন, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শারমিন নাহার, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আল-আমীন জয় ও মোঃ জাহিদুর রহমান, মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খ.ম. ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েলসহ মেহেরপুর জেলা জজ আদালত ও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ।

মুজিবনগরে ওরিয়েন্টেশন ও জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP), অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এর আয়োজনে সামাজিক প্রচার কর্মসূচির আওতায় মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন ও জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় উপজেলা প্রশাসন, মুজিবনগর ও SEIP প্রকল্প, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে,উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে দক্ষতা উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন ও জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগের SEIP প্রকল্পের সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ভূঁঞা মোহাম্মদ রেজাউর রহমান ছিদ্দিকি।

এ ছাড়াও উপস্হিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত, ভিজুয়াল কমিউনিকেশন লিমিটেড এর ওয়ার্কশপ ফ্যাসিলিটেটর জাহাঙ্গীর আলম বর্ণমালা কমিউনিকেশন লিমিটেডের কনসালটেন্ট জিল্লুর রহমান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী জনপ্রতিনিধি সাংবাদিক ও সুধীজন।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের

অধ্যাপক হাবিব-উল্লাহ বিদায় সংবর্ধনা

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাবিব উল্লাহ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় কলেজের শিক্ষক মিলনায়তন রুমে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর সভাপতিত্বে ও সহকারী অধ্যাপক মহিবুর রহমান মিন্টুর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন (ভার্চুয়ালী) কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি এ এস এম ইমন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য নকিম উদ্দিন।

এ সময় বিদায়ী সহকারী অধ্যাপক হাবিব উল্লাহকে নিয়ে আবেগময় ও দীর্ঘ কর্মময় জীবনের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করেন কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী সহ সহকারী সকল শিক্ষকগণ।

তিনি ২০০৭ সালে গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। দীর্ঘ দিন সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন শেষে গত ১০/১১/২৩ তারিখে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

বিদায় সংবর্ধনা শেষে মাইক্রো যোগে তাকে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে তার নিজ বাড়ি হোগলবাড়ীয়া গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ সময় কলেজের সকল সরকারী অধ্যাপক, কর্মকর্তা- কর্মচারীদের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন বিদায় সহকারী অধ্যাপক হাবিব উল্লাহ।

মেহেরপুরে চতুর্থ দফার ডাকা অবরোধে মাঠে ছিল না কেউ, কর্মসূচি ছিল ভার্চুয়াল

বিএনপির ও সমমনা দলগুলোর ডাকা চতুর্থ দফা অবরোধে মেহেরপুর জেলাতে মাঠে ছিলো না বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা। আাবার অবরোধ প্রতিরোধে আওয়ামী লীগেরও তেমন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না ।

রবি ও সোমবার জেলার কোথাও অবরোধের সমর্থনে কোনও নেতাকর্মীকে মিছিল বা সমাবেশ করতে দেখা যায়নি। উপরন্তু রবিবার রাতে গাংনীর জনশুন্য রাস্তায় যুবদলের ব্যানারে একটি মশাল মিছিল করে ও একটি টায়ারে আগুন দিয়ে নিজেরাই সেই কর্মকাণ্ডের ভিডিও ধারণ করে স্থান ও অংশনেওয়া নেতাকর্মীদের নাম গোপন করে ভিডিও চিত্র সাংবাদিকদের কাছে পাঠিয়ে ভার্চুয়াল অবরোধ কর্মসূচি পালনের তকমা পেয়েছেন।

অবরোধের কারণে রবিবার ও সোমবার মেহেরপুর – চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর – কুষ্টিয়া সড়কে বাস চলাচল করনি। তবে আন্তঃজেলা সড়কগুলোতে এবং অভ্যন্তরীণ সড়কে পর্যাপ্ত ইজিবাইক, নসিমন, রিকশাসহ ছোট যান চলাচল করছে। শহরের দোকানপাট-শপিংমল খুলেছে স্বাভাবিক দিনের মতো।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেভাবে ঘিরে রয়েছে কোন প্রোগ্রাম করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আমার বাড়ি, অফিসসহ বিভিন্ন স্থানের সাদা পোশাকে পুলিশ, র্যাব এমন লাগানো হয়েছে যাতে আমরা যেন কিছু না করতে পারি। তিনি আরো বলেন, দিন এমন থাকবে। যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বেড়েছে জনগণই এ সরকারের পতন নিয়ে আসবে একদিন ।

এদিকে, অবরোধে প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলাতে ও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন দেখা যায়নি আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সংগঠনগুলিকে।

তবে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন এলাকা ও সড়কের মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের টহল দিতে দেখা গেছে।

মুজিবনগরে নানা আয়োজনে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত

মুজিবনগরে র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্যদিয়ে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত হয়েছে। গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ দিকে বল্লভপুর প্রজেক্ট অফাস চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

র্যালী শেষে সেখানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার বিভোব দেওয়ানের সভাপতিত্বে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান।

আলোচনা সভায় গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপির সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদ এর সঞ্চালনায় উপস্হিত ছিলেন, গুডনেইবারর্স এর আবাসিক মেডিকেল অফিসার শুভ কুমার মজুমদার,হেলথ অফিসার, আহসানুল হক, গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির কর্মকর্তা কর্মচারি,পন্সর শিশুদের পিতামাতা সহ কমিউনিটির মহিলারা।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল স্কুল ছাত্রের

মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কে গাংনীর আকুবপুর নামক স্থানে বালু বোঝায় ড্রাম ট্রাকের সাথে মোটর সাইকেলের সংঘর্ষে সায়েম নামের এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে তার বন্ধু বকুল।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকসহ চালক আলামিন ও হেলপার মারুফকে আটক করেছে পুলিশ।

নিহত সায়েম গাংনী উপজেলা মটমুড়া ইউনিয়নের আকুবপুর গ্রামের হাসেম আলী বিশ্বাসের ছেলে। সে স্থানীয় হাজি ভরস উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় সায়েম ও তার বন্ধু বকুল মোটরসাইকেলযোগে খলিশাকুন্ডি যাচ্ছিলেন। আকুবপুর নামক স্থানে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বালু বোঝায় ড্রাম ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনই মারাত্মক জখম হয়। দুমড়ে মুচড়ে যায় মোটরসাইকেলটি। স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ১১ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সায়েমের মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকটি জব্দ করার পাশাপাশি ড্রাইভার ও হেলপারকে আটক করা হয়েছে। তবে নিহত ও আহত কারোর পরিবার থেকে এখনও কেউ কোন অভিযোগ করেনি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মেহেরপুরে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত

মেহেরপুরে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর ডায়াবেটিস হাসপাতালের আয়োজনে মঙ্গলবার (১৪ নভেম্বর) সকাল দশটার দিকে ডায়াবেটিস হাসপাতাল চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসনের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

র্যালী শেষে সেখানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এসময় মেহেরপুর ডায়াবেটিস সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান মালেক, কোষাধক্ষ্য আরিফুল ইসলাম বকুল, প্রচার সম্পাদক ফজলুল হক মন্টু ,সদস্য মোকলেসুর রহমান, প্রভাষক ও মেডিকেল অফিসার ডাক্তার আবু সাঈদ, ডাক্তার অবিন্দম পোদ্দার, ডাক্তার সুমনা,হাসপাতালের ম্যানেজার মোহাম্মদ ফেরদৌস শোভনসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জনবল সংকটের মধ্যেই মেহেরপুর জেলা কারাগারে বাড়ছে বন্দির চাপ

জনবল সংকটের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারে বেড়েছে বন্দির চাপ। চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মেহেরপুর জেলা কারাগারে বন্দির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কারাগারের রয়েছে ধারণ ক্ষমতার প্রায় শতভাগ বন্দী।

মেহেরপুর জেলা কারাগারে থেকে জানা যায়, জেল কোড অনুযায়ী একজন বন্দির জন্য ৩৬ ফুট জায়গা প্রয়োজন।এই হিসাবে মেহেরপুর জেলা কারাগারে ৩৩০ জন কারাবন্দি রাখার জায়গা আছে। ১৩ নভেম্বর দুপুর পর্যন্ত এই কারাগারে বন্দি ছিল ৩২৯।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের সুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, এই কারাগারে বন্দি ধারণ ক্ষমতা কাগজে কলমে ২০০ জনের। কিন্তু কিছু ভৌত অবকাঠামো নতুন কারাগারটি চালু হওয়ার পর নির্মিত হওয়ায় কারা অধিদফতরের নিয়মানুযায়ী সার্ভে করে বন্দি ধারণ ক্ষমতা ৩৩০ ঘোষণা করার সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। ২০১৫ সালে কারাগারটির কারারক্ষীর সংখা ৩৫ জন থেকে ৫১ জনে উন্নীত করা হয়।

তারপরও বর্তমানে জনবল সংকটে রয়েছে কারাগারটি। কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলে মোট ৮০ পদের বিপরীতে জনবল রয়েছে মোট ৬৫ জনের। ডেপুটি জেলারের ২ টি পদের বিপরিতে কর্মরত রয়েছেন একজন। সিভিল সার্জনের নির্দেশে কারাগারে একজন চিকিৎসক স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত আছেন, তবে নাই কোন ডিপ্লোমা নার্স। ফারমাসিস্টের একটি

পদ থাকলেও সেটি খালি।

জেল সুপার মনির আহমেদ চিকিৎসা জনিত কারনে ছুটিতে দেশের বাইরে থাকাতে, মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলার মোঃ আমান উল্লাহ বলেন,’ লোকবল সংকট জনিত কিছুটা সমস্যা থাকলেও বর্তমান জনবল নিয়েই কারাগারের সকল কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে চালিয়ে নিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। বন্দিদের খাবারের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া আছে।

শীত নিবারণের জন্যও রয়েছে পর্যাপ্ত কম্বলও। কিছু আপডেটেড সিকিউরিট ইকুইপমেন্ট সহ শুন্য পদে জনবল চেয়ে মন্ত্রণালয়ে চাহিদা পত্র পাঠানো হয়েছে।এছারাও সুচারু ভাবে জেলা কারাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৩০ টি সিসি টিভি ক্যামেরা প্রয়োজন,এখানে কিছুটা ঘাটতি আছে।‘